৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস

৩ ডিসেম্বর ২০২৪

'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ'

WORLD DISABILITY DAY

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ❑ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার ❑ সার্বিক সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
০৩ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কর্মরত সংস্থা ও সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রকৃতিগতভাবে বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রতিবন্ধীগণ আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের এই বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সঠিক পরিচর্যা ও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে তারাও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ' অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (UNCRPD) অনুসমর্থন করে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল আইন ও বিধি-বিধানের পাশাপাশি যুব সমাজের স্বপ্নকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহুমুখী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাগুলোর সফল বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবন্ধীদের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের মানসিক বিকাশে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সেলি-বিসেলি সংস্থা ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

উপদেষ্টা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল প্রতিবন্ধী ভাই-বোন এবং তাঁদের নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে শহিদ হওয়া ছাত্র-জনতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এ আন্দোলনে যারা আহত হয়েছে তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি এবং তাদের সুস্থতা কামনা করছি। বিশেষ করে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) ছাত্র-জনতা নতুন করে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন, তাদের এ মহান ত্যাগকে বিনম্রচিত্তে সম্মান করছি। এ বছর জাতিসংঘ কর্তৃক দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Amplifying the leadership of Persons with disabilities for an inclusive and sustainable future ইংরেজির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলায় তাৎক্ষণিক করে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়: "অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ"।

এ প্রতিপাদ্যটি যথার্থ ও সময়োপযোগী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সমাজসেবা অধিদফতরসহ অন্যান্য সরকার ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ দিবসে দেশের সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য রইল আমার শুভকামনা।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধিশীল সমাজ নির্মাণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দরিদ্রতা ও সমস্যার কথা বিবেচনা করে অগ্রসর প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা-উপবৃত্তি, আর্থিক অনুদান, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চালু রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে থেরাপিটিক সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৪৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস, ৭৪টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সাভারে ১২.০১ একর জমির উপর ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাংলাদেশের সম্পদ। বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি করা হলে আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠনে তারাও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ছাত্র-শ্রমিক জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসটি পালনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টেকসই উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বৃদ্ধি হউক-আজকের দিনে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শারমীন এস মুরশিদ
উপদেষ্টা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

"অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ"

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সরাসরোহে ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪ পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ কর্তৃক এই দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ"। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধশীল সমাজ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন,২০১৩ এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ২০২৩ প্রণয়ন করেছে। এ আইন দুটি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধার চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রজ্ঞাব্রেজ কর্মে নিয়োগসহ সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চলমান বিশ্বযুদ্ধ-১৪ এ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটোরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, স্পোর্টস্যোন, ফ্রে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সের (সুধাঁ ভবন)' তত্ত্ব উদ্বোধন হয়। বর্তমানে ভবনটিকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দফতর হিসেবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক ও রেজাল্ট সেবা প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সব সেবা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে ২০১০ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৩ শত ৯৮ জন এবং সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ১,১৪,৯০,৫৩৭ টি। অন্যদিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কাউন্সেলের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪৮টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ২০১৪ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ৫,৫৩,৬৭৩ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ১৫,৪৬,২৮৬ টি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক সেবা প্রদান ছাড়াও সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ এবং স্টান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ এবং অন্যবর্ষক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট ৭৫ হাজার সহায়ক উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সেন্টার থেকে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের থেরাপি সেবা, প্লে থেরাপি, সেনসিন কার্যাবলি প্রশিক্ষণসহ রেজাল্ট ও অটিজম সমন্বয়ক শিশুদের শিক্ষা-বাস্তবতার কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত অটিজম সমন্বয়ক শিশু ও ব্যক্তিকে ৩৫,৪০০ টি মানুষাল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার গণ সুযোগ করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সারাদেশে ৭৫টি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০,৮৯৮ জন ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরের কাউন্সেলর কার্যালয় মিরপুর, পল্লবপুর, উত্তরা, যাত্রাবাড়ী এবং জয়দেবপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ময়িশাল, রংপুর, সিলেট, গাইবান্ধা জেলা ও সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় একটিসহ মোট ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ সব স্কুলে মোট ১৬০ জন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে সর্বমোট প্রায় ১৬ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৬০ জন পরিচর্যারীর প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী শিশুকে লালন পালন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিচালিত হচ্ছে। চাকরি প্রত্যাশী ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ৪০ জনের বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। আজীবন ২০২৪ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০০ জন।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল হতে ৩৫ জন বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী কৃতী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা করে মোট ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮ জন মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেককে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সাভার উপজেলাধীন বরাইহাম ও লক্ষিন রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমির উপর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পটি গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৮৭ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়েছে ০১/৪/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪।

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের 'বৃহত্তর আমটেল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/শিশুদের সুস্থতা এবং ভবিষ্যতের সুস্থ প্রজন্ম নিশ্চিত করতে সরকারের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালে রামপাশা ইউনিয়নের বৃহত্তর আমটেল গ্রামে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে একটি অস্থায়ী প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম প্রতিষ্ঠা, সচেতন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান ও ৫০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মাসে ২০ হাজার টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের আমটেল গ্রামে "প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়নের মিমিত্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ও (জিপ) একর জমি জাতীয়.প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক, সহজ গমনাগমন, জরুরি তথ্য অধিকার, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমন্বয়ের ভিত্তিতে সুষ্ঠু প্রতিক্রিয়া বিকাশের মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

কোভিড-১৯ জনিত কারণে "লক ডাউন" পরিস্থিতিতে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার মিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে সর্বমোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বিতরণকৃত ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে সর্বমোট ১৭,৭৫৫ জন দুস্থ প্রতিবন্ধী উপকৃত হয়েছেন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অবাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। ❑

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
০৩ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় '৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪' ও '২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশের সকল প্রতিবন্ধিতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্য, পরিচর্যাকারী, অটিজম বিষয়ক গবেষক, চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, সহায়ক উপকরণ উদ্ভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিনামূল্যে সেবাসহ সহায়ক উপকরণও পেয়ে থাকেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রবণ, বুদ্ধি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় চালু রয়েছে। এ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসিক ও প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং পুনর্বাসন চিকিৎসা প্রদানের জন্য ঢাকার মিরপুরে একটি মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এ কমপ্লেক্সে এনডিজিসহ বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ শেল্টার হোমের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা-মা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত থাকেন। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লাভমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অটিজম ও এনডিডি শিশুদের জাতীয় জীবনের মূলধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমি '৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪' ও '২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪' এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩ ডিসেম্বর ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২৪। এদিন বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ-উৎসবের দিন। এ শুভক্ষণে আমি দেশের সকল প্রতিবন্ধী ভাই-বোন, তাঁদের অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিদেরকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ০৫ জুলাই ২০২৪ শহিদ হওয়া হাজারো ছাত্র-জনতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে আমরা বৈষম্যহীন ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলবো এটাই হোক আমাদের আজকের দিনের অঙ্গীকার।

জাতিসংঘ কর্তৃক এ বছর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য- "অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ"। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূলধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে সমৃদ্ধ সমাজ গঠন আজ সময়ের দাবি। আমি বিশ্বাস করি জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্তমান প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে একীভূত সমাজ বিনির্মাণের পথ অনে